গাংনীতে প্রেমিকের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে জীবন দিল স্কুল ছাত্রী

বাঁচতে হলে এক সাথে বাঁচবো,মরতে হলে এক সাথে মরবো এমন মরনপণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রেম করে বিয়ে না করাই প্রেমিকের প্ররোচনায় হারপিক পান করে একাই জীবন দিলো নবম শ্রেনীর স্কুল ছাত্রী সুম্মা খাতুন (১৫)।

দীর্ঘ আড়াই মাস জীবনের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুত্যু হয় সুম্মার। সুম্মা গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের রেজাউল হকের কণ্যা ও হাড়াভাঙ্গা এইসএসকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্রী।

রবিবার সকালে সুম্মার মৃত্যু হলে বিকেলের দিকে মরদেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। সুম্মার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।

পারিবারিক ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, প্রবিবেশী সাইদুর রহমানের স্কুল পড়ুয়া ছেলে স্বাধীনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুম্মার। কয়েক মাস যেতে না যেতেই সম্পর্কের কথা উভয় পরিবারের মধ্যে জানাজানি হয়। স্বাধীনের পরিবারকে বিয়ে প্রস্তাব দেয় সুম্মার পরিবার। বিয়ের বিষয়টি স্বাধীনের পরিবার প্রত্যাক্ষাণ করে।

সুম্মার সাথে কথা হয় স্বাধীনের। দুজনেই প্রতিজ্ঞা করে বিয়ে না হলে দুজনেই এক সাথে হারপিক পান করে প্রেমের ইতিহাস গড়বে। যে কথা সেই কাজ। স্বাধীনের পরিবার থেকে প্রেমে বাঁধা আর চাপাচাপিতে সুম্মা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয় একই সাথে আত্নহুতি দেয়ার। কথানুসারে গত ২২/৫/২০২২ ইং তারিখে বাথরুমে গিয়ে হারপিক পান করে সুম্মা।

আহত মূমূর্ষবস্থায় সুম্মাকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সুম্মার অবস্থা অবনিত হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে কিছুদিন চিকিৎসা নিয়ে অবস্থার আরো অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

দীর্ঘ দুই মাস দশ দিন চিকিৎসাধীণ অবস্থায় ঢাকা শেখ রাসেল ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনিষ্টিটিউট এ্যান্ড হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে তার তার মৃত্যু হয়।

সুম্মার বড় বোন রুপালী খাতুন জানান, স্বাধীন আমার বোন সুম্মার সাথে প্রতারণা করেছে। তারা দুজনে এক সাথে মরার কথা বলে আমার বোন হারপিক পান করে আর স্বাধীন করেনি। স্বাধীন আমার বোনকে মুত্যুর প্ররোচণা না দিলে কখনো আমার বোন হারপিক পান করতো না। আমরা স্বাধীনের উপযুক্ত শাস্তি চাই। সুম্মা মৃত্যুর আগে একটি আত্নহত্যায় প্ররোচনা বিষয়ে একটি ভিডিও বার্তা রেকর্ড) দিয়ে যায়।

সুম্মার পিতা রেজাউল হক জানায়, আমার মেয়ের বিয়ের জন্য আমি একাধিকবার স্বাধীনের বাবার কাছে গিয়েছি। কিন্তুু স্বাধীনের বাবা মেনে নেয়নি। আমার মেয়েকে স্বাধীন মৃত্যু জন্য পত্রিজ্ঞা করেছে। কিন্তু আমার মেয়ে একাই সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে আমার বুক খালি হয়েছে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি পথের ফকির হয়ে গেছি তবুও আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলামনা। একথা জানাতেই মুর্ছা যায় সুম্মার পিতা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম নাটু জানান, প্রেমের সম্পর্কের কারনে মেয়েটি দুই মাস আগে হারপিক পান করেছিল। এতে তার পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি হলো।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস জানান, আমি এঘটনা শুনেছি। গ্রামের মানুষও বিভিন্ন ভাবে মেয়েটিকে চিকিৎসার জন্য সহযোগীতা করেছে। কিন্তু যার জন্য মেয়েটি আত্নহত্যা করলো সেই পরিবারের লোকজন একটু সহযোগীতা বা সহানুভুতি দেখাইনি। এমন হৃদয় বিদারক ঘটনার আর অবতারন দেখতে চাইনা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এবিষয়ে আমার কাছে কেউ আসেনি। তবে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে জেলার গণ মানুষের পত্রিকা হতে হবে

মেহেরপুর প্রতিদিনকে জেলার গণ মানুষের পত্রিকা হতে হবে। শুধু সংবাদ নয়, সকল ভয়ভীতির উর্ধে থেকে সংবাদের ভিতরের সংবাদ তুলে ধরতে হবে।

এছাড়া মেহেরপুর জেলার সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়নে মেহেরপুর প্রতিদিনকে পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।

মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন ও সমস্যা ও সম্ভাবনায় মেহেরপুর প্রতিদিনের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এসব তুলে ধরেন গাংনী উপজেলার নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

শনিবার বিকালে গাংনী শহরের বসুন্ধরা এলাকার ফুড সিটি মিলনায়তনে সুধি সমাজ, সুশীল সমাজ ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন। পত্রিকার উদ্দ্যেশ্য লক্ষ ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

মতবিনিময় সভায় গাংনীর বিশিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, মেহেরপুর জেলা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মানুষের কাছাকাছি এসেছে। পত্রিকাটি এলাকার উন্ননে ইতোমধ্যে সাড়া ফেলেছে। শুধু উন্নয়ন নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের বলিষ্ঠ লেখা, সম্ভাবনা কথার পাশাপাশি সমস্যাগুলোও তুলে ধরছেন। আগামীতে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলেও মত দেন তিনি।

গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম বলেন,এটি মেহেরপুরের পত্রিকা। তাই মেহেরপুরের ঘটনাগুলির প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নে পত্রিকাটি বেশী বেশী ভূমিকা পালন করার আশা ব্যক্ত করেন।

লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির

হোসেন বলেন, বাল্য বিবাহ, ঝরেপড়া রোধসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।এছাড়া ন্যায় বিচার সৃষ্টিতে অবদান ও দুর্নীতিকে ঝাঁকুনি দিয়ে সমাজে অবস্থান তৈরী করতে হবে এই গণমাধ্যমটিকে।

গাংনী সূর্যাদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক ও বিশিষ্ট কবি আবুল কাশেম অনুরাগী বলেন, অন্যান্য পত্রিকার ভিড়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকাটি সমাজ বিনির্মানে অন্যন্য ভূমিকা পালন করছে। আমরা লক্ষ করেছি অশ্লিলতা পরিহার করে পত্রিকাটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পত্রিকাটির সেই চলার পথকে গতিশীল করতে বিজ্ঞাপনের বিষয়টি ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের সহসভাপতি ও বিশিষ্ট ছাড়াকার ইয়াসিন রেজা বলেন, মানুষ যখন সংকটে পড়ে তখন তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। দেশের সংকটের সময় আসল চিত্র তুলে ধরতে হবে। এই পত্রিকা সমাজের প্রতিচ্ছবি তথনি হবে যখন, পত্রিকাটি আমাদের কথা বলবে।দূর্ণীতিবাজদের সমাজের মাঝ তুলে ধরতে হবে। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে হবে।

শালদহ এআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা, সম্ভাবনা ও ভাল দিকগুলো তুলে ধরতে হবে।

গাংনী সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলাল বলেন, মেহেরপুর জেলার একমাত্র পত্রিকা ইতোমধ্যে মেহেরপুর মানুষের কাছে একটি স্থান করে নিয়েছে। পত্রিকাটি এলাকার উন্নয়ন ও সমস্যাগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি দুর্নীতি ও অনিয়মগুলোও মানুষের সামনে তুলে আনছে। পত্রিকাটি তার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি স্কুল কলেজের ভাল দিক গুলো তুলে ধরার আহবান জানান।

বিশিষ্ট গীতি কবি আব্দুল হামিদ বলেন, পত্রিকাটি যারা কবি সাহিত্যিক তাদের লেখাগুলো তুলে ধরছেন। আমি প্রত্যাশা করি যারা সাহিত্য ও কবিতা নিয়ে কাজ করেন এবং বোঝেন এধরনের মানুষকে সেখানে বসাতে হবে। এবং সাহিত্যের পাতায় আরো বেশী বেশী করে কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম বলেন,

মেহেরপুরের সংবাদগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি প্রিয় স্বদেশ ও প্রিয় মুখ বিভাগে এলাকার গুনি মানুষগলোকে বেশী বেশী তুলে ধরতে হবে।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব হোসেন বলেন, পত্রিকাটি ইতোমধ্যে মানুষের মাঝে স্থান করে নিয়েছে। পত্রিকাটি এলাকার তৃণমুল পর্যায়ে পৌছানোর পাশাপাশি খুলনা বা আশে পাশের জেলাগুলোতেও পৌছাতে হবে।

উন্নয়ন কর্মী হেলাল উদ্দীন বলেন, জেলাতে যারা ভাল সাংবাদিকতা করছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে তাদের বৎসরে একবার এ্যাওয়ার্ড দিতে হবে।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন বলেন, পত্রিকাটি এলকার ঘটনা ছাড়াও তথ্য বহুল ঘটনারচিত্র তুলে আনতে হবে।

সাংবাদিক সাহাজুল সাজু তার বক্তব্যে বলেন,কৃষি প্রধান এদেশে মেহেরপুরই কৃষি প্রধান এলাকা। তাই, মেহেরপুর জেলার একমাত্র প্রিন্ট পত্রিকায় কৃষি সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য এলাকায় কৃষকদের মাঝে কৃষির সাফল্য তুলে ধরতে হবে। ফলে কৃষি সম্পর্কে সব এলাকার কৃষকরা কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। সেই সাথে সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

সাংবাদিক কামরুল ইসলাম বলেন, সংবাদই শুধু সংবাদ হবে। আমার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে মেহেরপুর প্রতিদিন খবর বাছায়ে সেরা।

পঞ্চম বারের মত জেলার শ্রেষ্ট নির্বাচিত হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

টানা পঞ্চম বারের মত জেলার শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসাবে গৌরব ধরে রাখলো গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা ডি.এইচ ফাজিল মাদরাসা। একই সাথে এবার মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের তালিকায়ে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী

নির্বাচিত হয়েছে একই মাদসার ছাত্র তানভীরুজ জামান।

শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ, ভাল ফলাফলসহ ভৌত অবকাঠামোর বিবেচনায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এলাকায় অবদান রাখায় মাদরাসাটি পঞ্চমবারের মত শ্রেষ্ট হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ/২০২২ উপলক্ষে এ ঘোষণা দিয়েছে জেলা শিক্ষা অফিস।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল আব্দুর রাজ্জাকের হাতে ক্রেষ্ট ও সম্মাণনা স্বারক তুলে দেন।

হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ সিনিয়র ফাজিল মাদরাসাকে পঞ্চম বারের মত জেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করায় মেহেরপুর শিক্ষা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল আব্দুর রাজ্জাক।

গাংনীতে ওষুধ কিনতে গিয়ে লাশ হলেন বৃদ্ধা ফুলজান

ওষুধ কিনতে গিয়ে মাইক্রোবাস চাপায় নিহত হলেন ফুলজান খাতুন(৮০) নামের এক বৃদ্ধা। নিহত ফুলজান খাতুন গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার মৃতু রহমতুল্লাহ স্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) দুপুরের দিকে বামন্দী-কাজিপুর সড়কের বালিঘাট গ্রামের সামাদ হাজী বাড়ির সামনে এ সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, বৃদ্ধা ফুলজান খাতুন ওষুধ কেনার জন্য বালিয়াঘাট মোড়ের একটি ওষুধের দোকানে যাচ্ছিলেন। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী মাইক্রোবাস তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তারপরেও খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে।

গাংনীতে মৎস্য দপ্তরের অভিযানে অবৈধ জাল উদ্ধার

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ এর কর্মসূচির অংশ হিসেবে গাংনী উপজেলা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে একটি সরকারি খালে অভিযান চালিয়ে অবৈধ জাল জব্দ করে ধ্বংস করা হযয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের সরকারি খালে এ অভিযান চালানো হয়। এসময় ওই খাল থেকে অবৈধ জাল জব্দ করে তা ধ্বংস করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান। সময় তাকে সহযোগীতা করেন গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই)আশিকুর রহমানসহ সঙ্গীয় ফোর্স। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের সহকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান বলেন, সরকারি খালে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধ জাল দিয়ে বিভিন্ন দেশীয় জাতের ছোট বড় মাছ ধ্বংস করছিল। এলাকাবাসী এসব খাল বীল থেকে সব ধরনের অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা নিষেধ ও বাঁধ দ্রুত অপসারণের দাবী জানাচ্ছিলেন।

আজ অভিযান চালিয়ে রায়পুর খাল থেকে কিছু অবৈধ জাল জব্দ করে তা ধ্বংস করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী উপজেলা শহরের মৎস্য বাজার পরিদর্শন করে ফরমালিনযুক্ত মাছ, পঁচা বা অস্বাস্থকর, নিষিদ্ধ ঘোষিত মাছ বেচা কেনা হচ্ছে কিনা নিশ্চত হন। বাজারের মাছ ব্যবসায়ীদের কে নিরাপদ মাছ বিপণনের জন্য জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ”নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এই স্লোগানে ২৩ জুলাই থেকে ২৯ শে জুলাই পর্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ ২০২২ শুরু হয়েছে।

গাংনীতে মাদক সেবীর কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত

মাদক সেবনের অভিযোগে শিপন দাস (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

দন্ডিত শিপন দাস গাংনী মহিলা কলেজ পাড়ার বাদল দাসের ছেলে।

আজ সোমবার (২৫ জুলাই)দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম এ জেল জরিমানা প্রদান করেন।

এর আগে সকালের দিকে গাংনী মহিলা কলেজ পাড়ায় মাদক সেবন করার সময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টীম অভিযান চালিয়ে তাকে৮ পুরিয়া গাঁজা ও দুইটি কল্কিসহ আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলমের ভ্রাম্যমান আদালতে হাজির করেন।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদকসেবী শিপন দাসকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আব্দুল মান্নান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সিএনজিতে মিললো

ফেনসিডিল, আটক এক যুবক

সিএনজি তল্লাশি করে ৭৫ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী রতন আলী
(২২) কে আটক করে বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।
মাদক কারবারী রতন আলী গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আলমপুর বাজার এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে।

শুক্রবার (২২ জুলাই) সকালে এ উপজেলার রামনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বামন্দি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মনজুরুল কবিরের নেতৃত্বে এএসআই শেখ মোঃ বিপ্লব হোসেন ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ রামনগর বাজারে একটি সিএনজিকে গতি রোধ করে তল্লাশি চালাই। পরে সিএনজির মধ্যে থাকা রতন আলীকে ৭৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করেন। এসময় মাদক বহনে ব্যবহৃত সিএনজিটি জব্দ করা হয়।

তিনি আরো জানান, রতনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার সকালে আদালতোর মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে ছোট ভাইয়ের হাসুয়ার কোপে বড় ভাই রক্তাক্ত

ছোট ভাইয়ের হাসুয়ার কোপে বড় ভাই সিরাজুল ইসলাম (৪৫) রক্তাক্ত জখম হয়েছে। সিরাজুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের মোল্লাপাড়া এলকার আব্দুল গনির ছেলে। আজ শুক্রবার (২২ জুলাই) বিকাল ৪ টার সময় এ ঘটনা ঘটে।

আহত সিরাজুল জানান, প্রতিবেশী আহসান আলীর জমির পথ দিয়ে আমি এবং আমার ছোট ভাই ওয়াসিম চলাচল করি।
আজ শুক্রবার বেলা ৪ টার দিকে ওয়াসিম ও তার স্ত্রী তাসলি খাতুন

সেই পথ বন্ধ করতে মান গাছ লাগাচ্ছিল।

তাকে নিষেধ করাই হাতে থাকা হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এসময় আমার আত্মচিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সীমা খাতুন বলেন, তার মাথায় ধারালো অস্ত্রের জখম হয়েছে। তিনটা সেলাই দেওয়া হয়েছে। তবে সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

এদিকে আহত সিরাজুল ইসলাম বিচারের দাবীতে গাংনী থানায় মামলার যাচ্ছিলেন।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেলেন ৭ জন পরিবার

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ‘বাংলাদেশের একজন মানুষও ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না”। বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন “আশ্রায়ন প্রকল্প”-২ এর আওতায় গাংনী উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে তৃতীয় পর্যায়ের ২য় ধাপে ২ শতাংশ জমিসহ ৭টি সেমি পাকা বাড়ি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে অনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার

(ভূমি) নাজমুল আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনী উপজেলার উপকারভোগীদের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ (জমির দলিল এবং খতিয়ান) তুলে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ‘বাংলাদেশের একজন মানুষও ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না “আশ্রায়ন প্রকল্প” প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের আওতায় গাংনী উপজেলায় ১৬০ জন ভূমিহীন-গ্রহহীনদের মাঝে ঘর ও জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার ৭ জনের মাঝে ও এর আগে ১৩২ জনের মাঝেসহ ১১৮ টি বরাদ্দ দেওয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকীগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে। সেগুলো শেষ হলে এসব ব্যক্তিদের মাঝে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

গাংনীতে করোনা ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ দিবস পালিত

মেহেরপুর গাংনীতে করোনা প্রতিরোধে করোনা ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ দিবস পালিত হচ্ছে।

বুস্টার ডোজ ডে উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বুস্টার ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও গাংনী পৌরসভায় এক যোগে বুস্টার ডোজের ভ্যাকসিন প্রদান শুরু হয়ে চলবে সারাদিন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স সুত্রে জানাগেছে, উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে একটি করে ক্যাম্প করা হয়েছে। প্রতিটি ক্যাম্পে দুইজন টিকাদান কর্মী ও তিনজন স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন।

মেডিকেল টেকনোলজি ইপিআই আব্দুর রশিদ জানান, গাংনী উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫০০ এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ১৫০০ জনকে বুস্টার ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে। এ কার্যক্রম চলবে সারাদিন। তিনি আরো জানান,সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে আজ কোন পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যারা আসবে তারাই বুস্টার ডোজ টিকা গ্রহন কনরতে পারবেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুপ্রভা রানী জানান, মানুষ শতষ্ফুর্তভাবে সকাল থেকে বুস্টার ডোজ গ্রহন করতে আসছে। ধৈর্য সহকারে লাইনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথক ভাবে বুস্টার ডোজ টিকা নিতে আসায় স্বাস্থ্য বিভাগের এই উদ্যোগকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। গাংনীর সব মানুষ পর্যায়ক্রমে বুস্টার ডোজ গ্রহনের জন্য ক্যম্পে যাওয়ার আহবান জানান এই কর্মকর্তা।